উল্লম্ব অক্ষ থেকে চাহিদা রেখার ছেদিতাংশ (Intercept) এবং b হবে চাহিদা রেখার ঢাল। চাহিদা রেখার ছেদিতাংশ ধনাত্মক এবং ঢাল ঋণাত্মক বলে $a > 0$ এবং $b < 0$ ধরা হয়। চাহিদা রেখাটি সরলরেখা হলে এর ঢাল সর্বত্র সমান হবে। কিন্তু চাহিদা রেখাটি বক্ররেখা হলে এর ঢাল বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন হবে। চাহিদা রেখাটি বক্ররেখা হলে তার কোন বিন্দুতে ঢাল হবে সেই বিন্দুতে যদি একটি স্পর্শক টানা যায় সেই স্পর্শকের ঢালের সঙ্গে সমান। অর্থাৎ, বক্ররৈখিক চাহিদা রেখার কোন বিন্দুতে ঢাল হবে সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালের সঙ্গে সমান। পাশের ছবিতে (চিত্র 6.4) চাহিদা রেখার ঢাল কীভাবে পরিমাপ করা যায় তা দেখান হল।

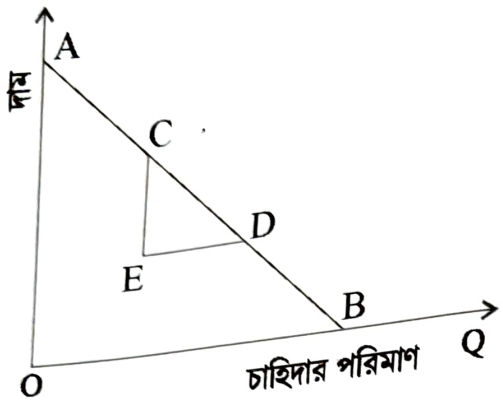

চিত্র 6.4

মনে করি, AB একটি চাহিদা রেখা। এর উপর C ও D দুটি বিন্দু। তাহলে CD এই অংশে দামে পরিবর্তন (Δp) = CE এবং চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন (Δq) = DE, সুতরাং, $\frac{\Delta p}{\Delta q} = \frac{CE}{DE}$। এটি অবশ্য চাহিদা রেখার ঢালের পরম মান (absolute value)। প্রকৃতপক্ষে চাহিদা রেখার ঢাল $= -\frac{CE}{DE}$। একে $-\frac{OA}{OB}$ এই ভাবেও পরিমাপ করা যায় কারণ A এবং B কে চাহিদা রেখার উপর দুটি বিন্দু হিসাবে বিচার করলে OA = Δp এবং OB = Δq হয়। কাজেই, $\frac{\Delta p}{\Delta q} = \frac{OA}{OB}$ ধরা যেতে পারে।

6.10 চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)

আমরা জানি যে কোন দ্রব্যের চাহিদা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি হল ঐ দ্রব্যের দাম, অন্যান্য দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ প্রভৃতি। এদের স্বাধীন চলরাশি বলা হয় কারণ এদের মান স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হয়। এদের মান পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। কিন্তু সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বা সকল ক্রেতার ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন এক রকম হয় না। যেমন একই পরিমাণ দাম পরিবর্তন হলেও কোন দ্রব্যের চাহিদা বেশি পরিবর্তিত হয় আবার কোন দ্রব্যের চাহিদা কম পরিবর্তিত হয়। আবার কোন ক্রেতার ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন বেশি হয় আবার কোন ক্রেতার ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন কম হয়। কোন একটি স্বাধীন চলরাশির পরিবর্তনের হারের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের হারের সম্পর্ককে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে, **চাহিদা অপেক্ষকের কোন একটি স্বাধীন চলরাশি শতকরা এক ভাগ (1%) পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিমাণে শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকেই বলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি : $\frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলরাশিতে শতকরা পরিবর্তন}}$। যেহেতু একাধিক স্বাধীন চলরাশির উপর কোন দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে, সেজন্য কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার একাধিক ধারণা আমরা পেতে পারি। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

6.10.1. সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Different Types of Elasticity of Demand)

মনে করি আমরা কোন ক্রেতার চাহিদা রেখার কথা আলোচনা করছি। মনে করি ক্রেতার আর্থিক আয় নির্দিষ্ট এবং ক্রেতা এই আয়ের সবটাই দুটি দ্রব্য কিনতে ব্যয় করছে। দ্রব্য দুটির দাম দেওয়া আছে। ক্রেতা এই দামগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এমতাবস্থায় ঐ দুটি দ্রব্যের চাহিদা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : ঐ দ্রব্যের দাম, অন্য দ্রব্যটির দাম এবং ক্রেতার আর্থিক আয়। মনে করি আমরা এই দুটি দ্রব্যকে X এবং Y দ্বারা চিহ্নিত করছি। আরও মনে করা যাক, X দ্রব্যের দাম P_x, Y দ্রব্যের দাম P_y এবং ক্রেতার

আর্থিক আয় M. তাহলে X দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষককে আমরা এইভাবে লিখতে পারি $X = f(P_x, P_y, M)$। এর অর্থ X এর চাহিদা X এর নিজের দাম, Y এর দাম এবং ক্রেতার আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে। X দ্রব্যের চাহিদার অপেক্ষকে তাহলে তিনটি স্বাধীন চলরাশি রয়েছে। এই তিনটি স্বাধীন চলরাশির কোন একটি 1% পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিমাণে শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলি। কাজেই এক্ষেত্রে চাহিদার তিনটি স্থিতিস্থাপকতা আমরা পেতে পারি ঃ **(i) চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand), (ii) চাহিদার নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Own Price Elasticity of Demand)** এবং **(iii) চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Cross Price Elasticity of Demand)**। এই তিনটি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা আমরা একে একে আলোচনা করব।

▶ চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand) :

অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থেকে ক্রেতার আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলে চাহিদার পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। **অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয় যদি 1% পরিবর্তিত হয় তাহলে কোন দ্রব্যের চাহিদা শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয় তাই ঐ দ্রব্যের জন্য ঐ ক্রেতার চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা।**

কাজেই X দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হবে ঃ $\frac{X\text{-এর চাহিদায় শতকরা পরিবর্তন}}{M\text{-এর শতকরা পরিবর্তন}}$। গাণিতিক সংকেতের মাধ্যমে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হল ঃ $\frac{\Delta X}{X} \div \frac{\Delta M}{M}$। যদি কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে তাহলে সেই দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। আর যদি কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে তাহলে সেই দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। আমরা জানি যে, সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় যত বাড়ে দ্রব্যের চাহিদা তত বাড়ে। অন্যদিকে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় যত বাড়ে ঐ দ্রব্যের চাহিদা তত কমে। সুতরাং সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হবে ধনাত্মক এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হবে ঋণাত্মক।

▶ চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Cross Price Elasticity of Demand) :

পরস্পর সম্পর্কিত দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির চাহিদা কতটা পরিবর্তিত হয় সেটি পরিমাপ করা হয় চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার (Cross Price Elasticity of Demand) সাহায্যে। **যদি X এবং Y এই দুটি পরস্পর সম্পর্কিত দ্রব্য আমরা ধরি তাহলে X দ্রব্যের পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা হবে Y এর দামে শতকরা এক ভাগ পরিবর্তনের ফলে X** এর চাহিদায় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তার সাথে সমান। অর্থাৎ, X দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{X\text{ দ্রব্যের চাহিদায় শতকরা পরিবর্তন}}{Y\text{ দ্রব্যের দামে শতকরা পরিবর্তন}}$। সংকেতের মাধ্যমে লিখলে এই স্থিতিস্থাপকতাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ $\frac{\Delta X}{X} \div \frac{\Delta P_y}{P_y}$. যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ একটির দাম পরিবর্তনের ফলে অন্যের চাহিদার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা হবে শূন্য (0)। X এবং Y যদি পরিবর্ত দ্রব্য হয়, অর্থাৎ, X এর পরিবর্তে যদি Y কে ব্যবহার করা হয় এবং যদি Y এর দামে পরিবর্তন হয়, তাহলে X এর চাহিদায় অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। আবার X এবং Y যদি পরিপূরক দ্রব্য হয়, অর্থাৎ যদি X এবং Y কে যৌথভাবে ভোগ করতে হয় সেক্ষেত্রেও Y এর দামে পরিবর্তন ঘটলে X এর চাহিদায় অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। সেক্ষেত্রেও চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হবে না।

চাহিদার নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Own Price Elasticity of Demand) :

ক্রেতার আয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোন দ্রব্যের দাম যদি শতকরা এক ভাগ পরিবর্তিত হয় তাহলে ঐ দ্রব্যের চাহিদায় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ দ্রব্যের নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। সুতরাং, X দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা হবে নিম্নরূপ ঃ

$$\frac{X\text{-এর চাহিদায় শতকরা পরিবর্তন}}{X\text{-এর দামে শতকরা পরিবর্তন}}$$

সংকেতের সাহায্যে লিখলে এটি হবে ঃ $\frac{\Delta X}{X} \div \frac{\Delta P_x}{P_x}$

চাহিদা রেখা যদি নিম্নাভিমুখী হয় তাহলে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। সেক্ষেত্রে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়ে থাকে। এই তিন প্রকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব।

6.10.2. চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand)

অন্যান্য দ্রব্যের দাম, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ক্রেতার রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থেকে ক্রেতার আয় যদি শতকরা এক ভাগ পরিবর্তিত হয় তাহলে কোন দ্রব্যের চাহিদায় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যদি আমরা ধরি যে ক্রেতার আর্থিক আয় M এবং যদি ক্রেতা X দ্রব্য কেনে তাহলে অন্যান্য সকল কিছু অপরিবর্তিত অবস্থায় X এর পরিমাণ M এর উপর নির্ভর করবে। অপেক্ষকের ধারণাটি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলতে পারি $X = f(M)$. অর্থাৎ X এর মান M এর মানের উপর নির্ভরশীল। M যত পরিবর্তিত হবে X-ও তত পরিবর্তিত হবে। এক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা হবে $\frac{X\text{-এর চাহিদায় শতকরা পরিবর্তন}}{\text{ক্রেতার আর্থিক আয়ে শতকরা পরিবর্তন}}$। X এর চাহিদায় শতকরা পরিবর্তন হবে ঃ $\frac{X\text{-এর চাহিদায় পরিবর্তন}}{X\text{-এর প্রাথমিক চাহিদা}} \times 100$-র সঙ্গে সমান। তেমনি আর্থিক আয়ে শতকরা পরিবর্তন হবে $\frac{\text{আর্থিক আয়ে পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক আর্থিক আয়}} \times 100$-র সাথে সমান। যদি X এর চাহিদায় পরিবর্তনকে আমরা ΔX দ্বারা এবং আর্থিক আয়ের পরিবর্তনকে ΔM দ্বারা চিহ্নিত করি এবং যদি e_i কে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধরি

তাহলে, $e_i = \frac{\frac{\Delta X}{X} \times 100}{\frac{\Delta M}{M} \times 100} = \frac{\Delta X}{X} \div \frac{\Delta M}{M} = \frac{M}{X} \cdot \frac{\Delta X}{\Delta M}$

যেহেতু M এবং X এর মান সকল সময়েই ধনাত্মক, সুতরাং চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (e_i) এর মান $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ -এর চিহ্নের উপর নির্ভর করে। $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ ধনাত্মক হলে e_i ধনাত্মক হবে, $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ ঋণাত্মক হলে e_i ঋণাত্মক হবে এবং $\frac{\Delta X}{\Delta M} = 0$ হলে $e_i = 0$ হবে। যখন $\frac{\Delta X}{\Delta M} > 0$ তখন X দ্রব্যকে স্বাভাবিক দ্রব্য (normal goods) বলা হয় এবং যখন $\frac{\Delta X}{\Delta M} < 0$ তখন X দ্রব্যকে নিকৃষ্ট দ্রব্য (Inferior goods) বলা হয়। কাজেই স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে $e_i > 0$ এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে $e_i < 0$ হয়ে থাকে। আবার $e_i > 1$ হলে সেই দ্রব্যকে বিলাস দ্রব্য বলা হয় এবং $e_i < 1$ হলে সেই দ্রব্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলা হয়। বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় শতকরা যত ভাগ পরিবর্তিত হয় দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ তার থেকে বেশি ভাগ পরিবর্তিত হয়। আয় 1% বাড়লে বিলাস দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ 1% এর বেশি বাড়ে। অন্যদিকে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় 1% বাড়লে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ 1% এর কম বাড়ে। যদি $e_i > 1$ হয় তবে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং যদি $e_i < 1$ হয় তবে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়।

4.10.8. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors determining elasticity of demand)

সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক রকম হয় না। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয় আবার কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। এর কারণ কোন দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং এই বিষয়গুলি সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে একরূপ থাকে না। স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রব্যের প্রকৃতি ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি অনুসারে দ্রব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (i) অত্যাবশ্যক দ্রব্য, (ii) অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং (iii) বিলাস দ্রব্য। এদের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং তৃতীয় প্রকার দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

দ্রব্যের স্থায়িত্ব ঃ দ্রব্যের স্থায়িত্ব অনুযায়ীও দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে স্থায়ী দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় কিন্তু অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

দ্রব্যের বিকল্প ব্যবহার ঃ যে দ্রব্য নানা কাজে লাগে (যেমন বিদ্যুৎ), তার দাম কমলে নানা দিক থেকে তার চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়। অন্যদিকে বিকল্প ব্যবহার যত কম হবে স্থিতিস্থাপকতা তত কম হবে।

ভোগ বিরতির সম্ভাবনা ঃ যে সমস্ত দ্রব্যের ভোগ স্থগিত রাখা যায় দাম বাড়লে তাদের চাহিদা অনেকটা কম হয়। এদের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু যে জিনিষের ভোগ স্থগিত রাখা যায় না (যেমন ঔষধপত্র) তাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম।

বিকল্প দ্রব্যের সংখ্যা ঃ কোন দ্রব্যের পরিবর্তে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাকে বলে বিকল্প দ্রব্য। কোন দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের সংখ্যা যত বেশি হবে, তার দাম বাড়লে তার চাহিদা তত বেশি কমবে এবং এই জাতীয় দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হবে। অন্যদিকে যে সকল দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য কম তাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হবে।

দ্রব্যের দাম ঃ কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঐ দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। এক এক দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক এক রকম হয়ে থাকে। যদি চাহিদা রেখাটি নিম্নাভিমুখী সরলরেখা হয় তাহলে দ্রব্যের দাম যত বাড়ে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বাড়ে। ঐ দ্রব্যের দাম ছাড়াও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে কারণ অন্যান্য দ্রব্যের দামে পরিবর্তন ঘটলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।

ক্রেতার আয় ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের উপরও নির্ভর করে কারণ আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপন ব্যয় ঃ কোন দ্রব্যের চাহিদা ঐ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপরও নির্ভর করে। কাজেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন ব্যয় বাড়িয়ে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে কমানো সম্ভব।

দাম পরিবর্তনের পরিমাণ ঃ দামের পরিবর্তন খুব সামান্য হলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু দামের পরিবর্তন বেশি হলে চাহিদায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

আয়ের কত অংশ ব্যয়িত হচ্ছে ঃ কোন দ্রব্যের উপর আয়ের কতটা অংশ ব্যয়িত হচ্ছে তার উপরও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। দ্রব্যটির উপর যদি আয়ের সামান্য অংশই ব্যয়িত হয় তাহলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু দ্রব্যটির উপর যদি আয়ের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয় তাহলে দ্রব্যটির চাহিদা হবে অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

সময়ের ব্যবধান ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সময় কালের উপরও নির্ভর করে। কোন দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা স্বল্পকালে কম হলেও দীর্ঘকালে বেশি হতে পারে।

আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব ঃ যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব উভয়ই শক্তিশালী সেই সমস্ত দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। অন্যদিকে যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব উভয়ই কম শক্তিশালী সেই সমস্ত দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।